



299437 - দুই ঈদরে নামায আদায় করার কী সওয়াব?

প্রশ্ন

ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার নামায আদায় করার কী সওয়াব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যে ব্যক্তিহি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে ও নকে আমল করবে আল্লাহ তাদরে প্রত্যেকেকে দুনিয়া ও আখিরাতে অফুরন্ত সওয়াব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "মুমনি হয়ে নর ও নারী যবে কটে সৎ কাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর অবশ্যই আমরা তাদরেকে তারা যবে আমল করত তার চয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিফল দবি"। [সূরা নাহল, আয়াত: ৯৭]

অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যবে, প্রত্যেকে যবে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য করবে তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবশে করানো হবে। সটো তাঁর ভাষায় এভাবে: "যবে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবশে করবে"। [সহিহ বুখারী (৭২৮০)]

এটি সকল নকে আমলের সাধারণ সওয়াব ও প্রতিদিন।

তবে কিছু কিছু ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ অধিক গুরুত্বারোপ করে সটোকে বিশেষত্ব দিয়েছেন। তাই সে ইবাদতের জন্য বিশেষ প্রতিদিন দিয়ে থাকেন; নকৌ কয়েকগুণ বাড়ানো কথিবা গুনাহ মোচন করা কথিবা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা ইত্যাদির মাধ্যমে।

ঈদরে নামাযের ফযলিতরে ব্যাপারে বিশেষ কোন প্রতিদিনের কথা এসছে মরমে আমরা জাননি। বরং ঈদরে নামাযের প্রতিদিন পূর্ববোক্ত সাধারণ দলিলগুলো ও অন্যান্য দলিলগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলার বাণী: **فَدَأْفَلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى** (অবশ্যই সফলকাম হল সে ব্যক্তি যিবে পরিশুদ্ধ হয়েছে, তাঁর রবের নামকে স্মরণ করেছে এবং সালাত আদায় করেছে।) [সূরা আ'লা, আয়াত: ১৪-১৫] এর মধ্যে যবে কল্যাণের সুসংবাদ রয়েছে সটো ঈদুল ফতিরের নামাযকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।



শাইখ আব্দুর রহমান সা'দী (রহঃ) বলেন: "অবশ্যই সফলকাম হল ও লাভবান হল সে ব্যক্তি যি নজিকেকে পবিত্র করেছে, শরিক, যুলুম ও দুশ্চরিত্র থেকে নষিকলুষ করেছে। আর যারা এখানে تَزَكَّى এর অর্থ করছেন "ফতিরা পরশোধ করা" এবং وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى এর অর্থ করছেন "ঈদরে নামায" এ অর্থ আয়াতরে ভাষ্য ও ভাষ্য-খণ্ডরে আওতাধীন হলও কবেল এটাই আয়াতরে ভাব এমনিটনিয়।"[তাফসীরে সা'দী (পৃষ্ঠা-৯২১) থেকে সমাপ্ত]

আর ঈদুল আযহার নামায যলিহজ্জ মাসরে দশদিনরে একদিনরে মধ্যে পড়ে। য়ে দিনগুলো মহমিন্‌বতি দিনি। বরং বছররে সবচয়ে উত্তম দিনগুলো। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করনে য়ে, তিনি বলেন: “অন্য য়ে কোনে সময়রে নকে আমলরে চয়ে আল্লাহর কাছে এ দিনগুলোর নকে আমল অধিকি প্রয়ি। তারা (সাহাবীরা) বলেন: আল্লাহর পথে জহিদও নয়!! তিনি বলেন: আল্লাহর পথে জহিদও নয়; তবে কোনে লোক যদি তার জানমাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বরয়ে পড়ে এবং কোনে কিছু নিয়ে ফরেত না আসে সটো ভিন্‌ কথা।”[সহহি বুখারী (৯৬৯)]

আব্দুল্লাহ বনি কুরত (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করনে য়ে, তিনি বলেন: "আল্লাহ তাআলার কাছে সবচয়ে মহান দিনি হচ্ছ— কেরবানীর দিনি। এর পরে হচ্ছ— স্খতিশীলতার দিনি। সটো হচ্ছ— দ্বিতীয় দিনি।"[সুনানে আবু দাউদ (১৭৬৫); আলবানী সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে (৬/১৪) হাদসিটকি সহহি বলছেন]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।